কালের কণ্ঠ

2[illegible] OCT 2013
[illegible] ১

ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ও ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন ▶

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আশা পূরণের পরও আশঙ্কা

মহাজোট সরকারকে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এ স্বপ্ন পূরণের জন্য এ দেশের কোটি কোটি ধর্মীয় ও মাদ্রাসাপ্রেমী মানুষের পক্ষ থেকে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাই।... ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ও রেজিস্ট্রার নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০ বছরের অভিজ্ঞত বলা হয়েছে, যা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়

অবশেষে দেশের লাখ লাখ মাদ্রাসাশিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রায় শত বছরের প্রাণের দাবি 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' আলোর মুখ দেখেছে। জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে দেশের ফাজিল ও কামিল স্তরের প্রায় দেড় হাজার মাদ্রাসাকে অ্যাফিলিয়েশন দেওয়ার লক্ষ্যে অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩' পাস হয়। এ আইন পাসকালে সংশ্লিষ্ট বিলে বলা হয়েছে— 'মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ মাদ্রাসাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করার জন্যই এ বিল পাস করা হয়েছে।' ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে এ মর্মে উত্থাপিত বিলটি যাচাইবাছাই ও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিধিবিধানগত কার্যক্রম সম্পন্ন করে ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিলটি পাসের প্রস্তাব করেন। তখন সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত সব সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিজ্ঞাপন ও কণ্ঠভোটে সুদীর্ঘকালের কাঙ্ক্ষিত বিলটি পাস হয়। এ বিল পাসের মাধ্যমে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সব ধূম্রজালের অবসান ঘটে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভযাত্রায় আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারকে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এ স্বপ্ন পূরণের জন্য এ দেশের কোটি কোটি ধর্মীয় ও মাদ্রাসাপ্রেমী মানুষের পক্ষ থেকে আমরা হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাই।

দেশের কায়েমি স্বার্থান্বেষী ও রাজনৈতিক ইসলামওয়ালারা বর্তমান সরকারের কাছ থেকে এ মহৎ কাজটির বাস্তবায়ন হয়তো আশা করেনি। তারা কথায় কথায় সরকারকে নাস্তিক, মুরতাদ, কাফের ও বেইমান চিহ্নিত করতেই ব্যস্ত। তাদের ভাষায় ইসলামের দুশমন (?) এই সরকারের কাছ থেকে ইসলামের এত বড় খেদমত হয়ে যাবে—এটি তারা কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক বড় বড় কাজগুলো আওয়ামী লীগ শাসনামলেই সম্পন্ন হয়েছে। কেবল ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় নয়; দেশের ইসলামপ্রিয় আপামর জনসাধারণের ধর্মীয় ভাবাবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিংহভাগ কাজই আওয়ামী লীগ সরকারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, কাকরাইল মসজিদের জন্য অতিরিক্ত জায়গা প্রদান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন, টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার জন্য স্থান নির্ধারণ, বেতার ও টিভিতে কোরআন শরিফের তেলাওয়াত সম্প্রচার, পবিত্র হজযাত্রীদের জন্য ভ্রমণকর রহিতকরণ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন, মাদক ও নেশামুক্ত সমাজ গঠনের জন্য মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণসহ ইসলামের মহৎ কাজগুলো এ দেশে আওয়ামী লীগ সরকারই আঞ্জাম দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মীয় আবেগ ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে শবেকদর তথা রমজানের ২৭তম মহিমান্বিত রজনীতে বাংলাদেশের সংবিধান-পাস করেছিলেন। পিতার ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্মীয় আচার ও অনুভূতির প্রতি নিরন্তর শ্রদ্ধাশীল। সে কারণেই পিতার ইসলামী খেদমতের ধারাবাহিকতায় তিনিও ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। যার সর্বশেষ, প্রকৃষ্ট ও অনন্য দৃষ্টান্ত হলো ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, রয়েছে রক্তঝরা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং মাদ্রাসাপ্রেমী বাঙালি মুসলমানদের প্রায় শত বছরের প্রতীক্ষা। ইতিহাসের নানা বাঁকে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে মুনাফিকরূপী ইসলামওয়ালারা ধূলিসাৎ করতে চেয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাস্তব ও যৌক্তিক দাবি থেকে এ দীর্ঘ সময়ে কখনো এক চুল পরিমাণ সরে আসেননি; হাল ছেড়ে দেননি এবং আশাহত হননি। এর মধ্যে 'জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া' নামের মাদ্রাসা ছাত্রদের অরাজনৈতিক সংগঠনটির ভূমিকা অগ্রগণ্য ও প্রণিধানযোগ্য। গতানুগতিক ছাত্ররাজনীতির বাইরে যাদের মূল লক্ষ্যই ছিল মাদ্রাসাশিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও গতিশীলতার মাধ্যমে একদল মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ আলেম তৈরি করা এবং ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলোতে অনার্স ও মাস্টার্সের আদলে পাঠক্রম বিন্যাস ও মান প্রদানের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। এর আন্দোলনের সঙ্গে আরো যে কয়টি অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন যুক্ত হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে—জমিয়তে তালাবিয়ে ইসলামিয়া, ইসলামী ছাত্রসেনা ও ইসলামী ছাত্রসমাজ।

১৯২৯ সালে বাংলা প্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় বাংলা ভাষায় মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃৎ মাওলানা আকরম খাঁ ও খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফি-সাধক, ফুরফুরা শরিফের পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহ.), বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি মোজাম্মেল হক, অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসাইন, ইসলামী গবেষক ও সংস্কারক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমি ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া'। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে গঠিত জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া এ দেশের সর্বপ্রাচীন ছাত্র সংগঠন হিসেবে রাজনৈতিক প্রভাববলয়ের বাইরে থেকে সম্পূর্ণভাবে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়েই কার্যসূচি নির্ধারণ করে। সূচনালগ্ন থেকে এখনো একইভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেজন্য এ সংগঠন কখনো মাদ্রাসার সীমানা অতিক্রম করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তাদের কর্মসূচিকে সম্প্রসারণ করেনি। এমনকি ইসলামের নামে গজিয়ে ওঠা যেসব ছাত্র সংগঠন ইসলামের প্রকৃত কল্যাণ ও কর্মপন্থা ভুলে গিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যেভাবে হরহামেশা লিপ্ত থাকে, জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বজায় রেখে ইসলামের চাহিদা মোতাবেক মাদ্রাসা অঙ্গনের যৌক্তিক, মানবিক ও বাস্তব দাবিগুলোর প্রতিফলনে কাজ করে আসছে। আজকের ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরই সুদীর্ঘকালের নিয়মতান্ত্রিক, ধারাবাহিক ও যৌক্তিক আন্দোলনের মধুর ফলশ্রুতি। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। সূচনালগ্নে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩১ জানুয়ারি অধ্যাপক ড. এ এন এ মমতাজ উদ্দিন চৌধুরীকে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে দুটি অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগে মোট ৩০০ শিক্ষার্থী নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। পরে ১৯৮৩ সালের ১৮ জুলাই এক রাষ্ট্রীয় আদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের বোর্ডবাজারে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু ১৯৮৯ সালের ৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আরেকটি সরকারি আদেশ বলে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ফের কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করা হয়। এভাবে বারবার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান পরিবর্তনের আড়ালে এর প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব ও মর্যাদা লোপ পায় এবং আসল চরিত্র ও রূপেও পরিবর্তন ঘটে। এটি অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করে এবং এর প্রতিষ্ঠার পেছনে যে মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, তা অপূর্ণই থেকে যায়। ফলে সেই হতাশা ও অপূর্ণতা থেকেই পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসাগুলোর জন্য স্বতন্ত্র অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি নতুনভাবে ন্যায্যতা পায় এবং পর্যায়ক্রমে এ দাবির থাকে। সভা-সমাবেশ, প্রদান, সেমিনার-সিম্পো এ দাবির বাস্তবতা তুলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌ ১৯৯৬ সালের ২৯ আগস্ট কমিশনের এক সুপারিশমাল হয়— 'বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো কামিল পরীক্ষাগুলো সাধারণ যথাক্রমে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডি বলে জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলোর এ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণের অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পারে।' পরবর্তী সময়ে এসব সুপারিশ আর টালবাহানার গর্তে ঢুকে যায়। এর এসব মাদ্রাসাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কখনো গাজীপুরস্থ মাদ্রাসা টিচার্স ট্রেনিং ই আবার কখনো মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকাকে বিশ্ববিদ্যালয় করার হাতবুলানো কৌশলী সব দেওয়া হয়েছে; কার্যত কোনো কিছুই আলোর দেখেনি। গত চারদলীয় জোট সরকারের এই যৌক্তিক দাবিটি নিয়ে নানা খেলা হয়েছে। ইসলামের দোহাই আর বিসমিল্লাহর জিগির তুলে ক্ষমতার ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকলেও ইসলামের প্রকৃত কল্যাণে এ মহৎ কাজটি সম্পাদনে নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে লাখ লাখ মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর হৃদয় ভেঙে দেয়। সেই হতাশাগ্রস্ত ও ভঙ্গুর হৃদয়-মানসকে উজ্জীবনী সুধার মাধ্যমে সজীব ও প্রশান্ত করেছে বর্তমান সরকার।

নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রকৃত অর্থে কার্যকর করা ও পরিচালনার জন্য এখন প্রয়োজন দক্ষ, প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নেতৃত্ব। পাস করা আইনে যেসব ধারা-উপধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে, এর কয়েকটি ধারায় কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, সময়ের ব্যবধানে বাস্তব ও মানসম্পন্ন ইসলামী উচ্চশিক্ষার ধারা তৈরি করতে পারলে এসব দুর্বল দিক অপসারিত হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ও রেজিস্ট্রার নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০ বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে, যা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। অন্যদিকে ভিসি ও প্রো-ভি নিয়োগের জন্য কেবল আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যা ইসলাম সম্পর্কে সংকীর্ণ ও কোটারি মানসিকতার পরিচায়ক। তাই কোনো ধরনের আইনি বিতর্কের গ্যাড়াকলে শিকলবদ্ধ করে এ মহৎ উদ্যোগকে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো সমীচীন হবে না। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলোতে শিক্ষার মান ও শিক্ষাপ্রশাসন উন্নত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু সফল হয়েছে—এ প্রশ্নটি মাথায় রেখেই ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চরিত্র ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অন্তত দুই দুইবার এর প্রশাসন ও কর্তাব্যক্তিরা মারাত্মকভাবে আঞ্চলিকতা নামের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক মান ও দক্ষতাকে দুর্বল করে দিয়েছেন। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটবে—এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, উপ উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস), ঢাকা এবং মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তারা জানিয়েছেন।
এ আচরণ তাদের
পর্কে পরিবর্তন আনবে
র প্রতিরক্ষামন্ত্রী ধম

জার্মানিতে
মার্কিন
রাষ্ট্রদূতকে
ওবামার
ব্যাখ্যা
মার্কেলের
ফোনের
রিভিউ

মানির
দেশের
তে
কার্য
যায়
করো
ন
গাড়ি